রাজগুরু কালিদে - এক মারমা রূপকথা

গল্পকথক ঃ শ্রীঅংগ্যজাই মারমা, সোনাইছড়ি, রামগড়
শ্রুতিলেখক ঃ শ্রীথৈউ মগ, বংকুল, সাব্রুম, ত্রিপুরা

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। বিবাহের পর যেন তিনি একপ্রকার রাজ্যশাসন ভুলে যান। কেননা মহারাণী অতিশয় রূপবতী এবং মোহময়ী ছিলেন। রাজসভায় রাজার অনুপস্থিতি দীর্ঘায়িত হতে লাগল। এদিকে রাজ্যে চতুর্দিশে চুরি, হত্যা ও বিশৃংখলার উপদ্রব বাড়তে থাকায় সেনাপতি এবং অমাত্যগণ রাজাকে শলা-পরামর্শ দিতে এলেন। শুনে রাজা বলেন, যদি মহারাণীর ঠিক অনুরূপ প্রতিমূর্তি রাজসভায় প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে রাজবিচারকার্য্য পুনরারম্ভ করা হবে। রাজার এই অভিমত শুনার পর সেনা-অমাত্যগণ 'দশবার পরিশুদ্ধি হওয়া' সোনা দিয়ে মহারাণীর প্রতিমূর্তি নির্মানের ব্যবস্থা করলেন। মূর্তি তৈরী হওয়ার পর রাজা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে প্রজাদের রাজসভায় আমন্ত্রণ জানালেন। মহারাণীকে তাঁরই প্রতিমূর্তির পাশে দাঁড় করিয়ে প্রজাবর্গকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিমূর্তি মহারাণীর অনুরূপ হয়েছে কি না। প্রজাগণ সমবেতস্বরে বলল যে, প্রতিমূর্তিখানি মহারাণীর হুবহু প্রতিলিপি। তারপর রাজা সেনাপতি, অমাত্য এবং সৈন্যপ্রমুখদের ডেকে একই প্রশ্ন করলেন। সবাই সমবেতস্বরে মহারাণী এবং প্রতিমূর্তির অবিকল মিলের পক্ষে মতজ্ঞাপন করলেন। রাজার তবু সন্তুষ্টি হলো না। তিনি ভাবলেন রাজগুরু কালিদে মহাশয়ের মতামত নেওয়া দরকার। রাজসভায় রাজগুরুকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জনানো হল। রাজগুরু এসে মহারাণী এবং প্রতিমূর্তির দিকে এক পরখ দেখে বললেন, "মহারাজ ! সবকিছু অবিকলভাবে মিলেছে। শুধু মহারাণীর নাভির তলায় থাকা তিলচিহ্ন মূর্তিতে বাদ পড়ে গেছে।" এই কথা শুনে রাজা হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভাবলেন, "আমি স্বামী হয়ে মহারাণীর তিলের খবর জানি না। রাজগুরু তা কিভাবে জানলেন। যদি মহারাণী এবং রাজগুরুর মধ্যে সম্বন্ধ না থাকে, তাহলে এই সূক্ষ্মজ্ঞান কি সম্ভবপর হবে?" ক্রোধান্বিত রাজা তৎক্ষণাৎ রাজগুরু কালিদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক গোট সৈন্য এবং চার জল্লাদ কালিদেকে রাজসভা থেকে বের করে নিকটবর্তী জঙ্গলে নিয়ে গেল রাজার নির্দেশ কার্য্যকরী করার জন্য। জনশূন্য জঙ্গলে প্রবেশ করার পর সবাই এক জায়গায় বসলে গুরু কালিদে বললেন, "হে জল্লাদগণ, আমাকে হত্যা করো না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা কাল আমার জন্য পরিতাপ করবে।" উত্তরে জল্লাদরা বলল যে, তাদের ইচ্ছে নেই গুরুদেবকে হত্যা করার। শুধু রাজাদেশ অনুপালনের জন্যই তাদের এই বাধ্যতা। কালিদে তখন বললেন, "আচ্ছা, তাহলে তোমাদের একটি কাহিনী শুনাই। একটু মন দিয়ে শুন।

এক যুবরাজের এক পালিত চিল পক্ষী ছিল। রাজকুমার যেখানে থাকেন পক্ষীটি তার অনুসরণ করত। একবার বৈশাখ মাসে রাজকুমার শিকারে যান। রাস্তা ভূলে গিয়ে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে রাজকুমারের খুব জল পিপাসা লাগল। বাশের পাত দিয়ে তৈরী জল নির্গমণের এক স্রোত থেকে জলের ফোঁটা পড়তে দেখে রাজকুমার পত্রনির্মিত পাত্রে জল ভরতে প্রস্তুত হলেন। যেইমাত্র পাত্রটি ভরতে যায়, সেইসময় চিল পাখীটি উড়ে এসে পাত্রটিকে রাজকুমারের হাত থেকে ডানার ঝাপটা দিয়ে ফেলে দিত। উপর্যুপরি তিনবার পুনরাবৃত্তি হবার পর রাজকুমারের রাগ উঠে গেল। তাঁর এক আঘাতে চিল পাখীটি মরে গেল। পাখীটির মৃত্যুর পর রাজকুমারের মনে এই খেয়াল উঠল যে এতদিন পর্য্যন্ত তাঁর অনুচর এরকম ব্যবহার করে নি। আজ সে কেন এরকম করল? এই ভেবে গাছ গাছড়া পরিস্কার করে জলের উৎসকে দেখার জন্য রাজকুমার উপরে চড়লে এক পিপাসু কোবরা সাপকে দেখতে পেলেন। তৃষ্ণাতুর সাপের জিহ্বা থেকে লালা পড়ছিল। সেই লালার ফোটা বাঁশের পাতখানি দিয়েই বয়ছিল। সেটাকে পান করলে রাজকুমারের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে ছিল বলেই পাখীটি নিজ প্রভুর হাতে ঝাপটা মেরেছিল। রাজকুমারের মন অনুতপ্ত হল তাঁর বিশ্বাসী চিল পাখীটির মৃত্যুর জন্য। ভাবলেন, পাখীটির বদলে তাঁর মৃত্যু হলে ভালই ছিল, কারণ তিনি না বুঝে, না বিবেচনা করে বিশ্বাসী অনুচরকে হত্যা করেছেন। হে জল্লাদগণ ! চিল পাখীটির জন্য রাজকুমারের অনুতাপের মতো তোমরাও একদিন আমাকে হত্যা করার জন্য পরিতাপ করবে। অবিবেচিত কার্য্যজনিত দুঃখ চিরজীবন বিবেককে খোঁচা দেয়।" এই বলে রাজগুরু কালিদে থামলেন।

কাহিনী শুনে এক জল্লাদের মন পরিবর্তন হল। কিন্তু বাকী তিনজন এখনও বদ্ধপরিকর রাজাদেশকে পালন করার জন্য। দণ্ডপ্রাপকের বলির জন্য তারা প্রস্তুতি আরম্ভ করল। এমতাবস্থায় কালিদে বলতে শুরু করলেন, "এক কৃষক পরিবারে এক পালিত নেউলে ছিল। বাড়ীর উঠানে এক খাঁচায় তাকে রাখা হত। সকাল থেকেই কৃষক মাঠে নেমে যায়। দুপরবেলায় গৃহিনী তার বাচ্চটিকে জলভরা এক গামলায় বসিয়ে পার্শ্ববর্তী নদীতে স্নান করতে নেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তৃষ্ণাতুর এক বিষধর কাল সাপ বাড়ীর উঠানে চড়ে আসে জল খাবার জন্য। সাপটিকে দেখে খাঁচা থেকে নেউলেটি বলল, 'হে সাপ। তোমরা খুব রাগী। ছোট বাচ্চা অবুঝ। গামলা থেকে জল খাবার সময় সে তোমার মাথায় হাত রাখতে পারে আর খেলতেও পারে। তাতে রাগ করে তুমি বাচ্চাটিকে কাটতে পার। অতত্রব তুমি এখান থেকে সরে যাও।' উত্তরে সাপটি বলল, 'না, আমি রাগ করব না। একটু জল খেয়ে চলে যাব।' প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাল সাপটি বাচ্চার খেলাকে তোয়াক্কা না করে চুপচাপ জল খেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেল। কিছুক্ষণ পর আর এক গোখরো সাপ পিপাসাক্ত হয়ে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলো। নেউলেটি একইভাবে তাকে

সাবধানবানী শুনাল। তৃষ্ণা মেটাতে সাপটি প্রতিশ্রুতি দিল ঠিকই, কিন্তু শিশুর সাতবার হস্তচালনে তার সহ্যশক্তি হারিয়ে গেল এবং শিশুর ডানহাতে এক ছোবল মেরে দিল। তা দেখে নেউলেটি খাঁচার বেতকে দাঁত দিয়ে কেটে বেরিয়ে সাপটির অনুধাবণ করল। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে সাপ নেউলে উভয়ই নিচে গড়িয়ে পড়ল। সাপটির মৃত্যু হলে নেউলেটি সর্পবিষনাশী ঔষধের শিকড় তুলে বাড়ীর উঠানে ফিরে এল। ঠিক সেসময় গৃহিনীও স্নান শেষ করে উঠানে পা দিলে দেখতে পান যে, তাঁর ছেলে গামলায় ঢলে পড়ে কাতরাচ্ছে। ডানহাতে দাঁত দিয়ে কাটার দাগ দেখে ভাবলেন, নেউলেটিই শিশুটিকে কামড়েছে। ক্রোধান্বিত গৃহিনী এক লাঠি নিয়ে নেউলেটিকে মোক্ষম আঘাত দিয়ে দিলেন। গৃহিনীর কান্না চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা বাড়ীর উঠানে জমায়েত হলো। শিশুটির দেহের নীলাভ রং দেখে একজন বলল, তার সাপের বিষ লেগেছে। সাপের বিষকে নিস্ক্রিয় করার ঔষধ নেউলে জানে। নিশ্চয় তার মুখে কোন ঔষধীয় শিকড় থাকতে পারে। পরামর্শ অনুযায়ী অনুসন্ধানে নেউলের মুখ থেকে একটা শিকড় পাওয়া গেল। শিকড়ের রস শিশুর মুখে এবং হাতে দেওয়া হল। মাঝরাত নাগাদ শিশুটির নড়চড় দেখা গেল। বমি এবং পায়খানা প্রস্রাবের পর শিশুটির জ্ঞান ফিরে এল। পরক্ষণে কৃষক এবং গৃহিনী উভয়ই পালিত নেউলেটির জন্য পরিতাপ করতে শুরু করলেন। কেনই বা এমন অনুগত এবং উপকারী পালিত প্রাণীটিকে মরতে হলো তাদের বিবেচনাহীনতা এবং অসহিষ্ণুতার জন্য? হে জল্লাদগণ ! প্রিয় নেউলের জন্য কৃষক এবং তার পত্নীর অনুতাপের মতো তোমরাও একদিন আমাকে হত্যা করার জন্য পরিতাপ করবে। তড়িঘড়িতে নেওয়া সিদ্ধান্ত কখনো কখনো অতি দুঃখদায়ক হয়। অবিবেচিত কৃতকর্মজনিত দুঃখ চিরজীবন বিবেককে খোঁচা দেয়। কাল যদি আমার দরকার পড়ে তখন হাহুতাশ করা ছাড়া আর কিছু থাকবে না।"

এই কাহিনী শুনে দ্বিতীয় এক জল্লাদ নমনীয় হলো। বাকী দুজন রাজাদেশ অনুপালনে এখনও অনঢ় ! কালিদে নিজ অব্যাহতির সপক্ষে আর একটা উদাহরণ প্রতিস্থাপন করতে চাইলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন, "এককালে এক ব্যক্তির এক অনুগত কুকুর ছিল। অভাবে পড়ে একদিন সেই কুকুরটিকে এলাকার জমিদার বাড়ীতে ১০০০ টাকা দিয়ে বন্ধক রাখতে তিনি বাধ্য হলেন। তিনি জমিদারকে বলেন, 'আপনি এই কুকুরকে রাখুন। সে মালিকের কথা খুব শুনে। অভাবের জন্য আমাকে এই পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে'। কুকুরের প্রতি উদ্দেশ্য করে ঋণ পরিশোধ অব্দি জমিদারের বাড়ীতে থাকতে এবং তাঁর কথা শুনতে বললেন। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রি জমিদারের বাড়ীতে চোরের অনুপ্রবেশ ঘটে। সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড করে সোনারূপা মুদ্রা পোটলা নিয়ে চোর সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ততক্ষণে সজাগ কুকুরটি গলাবন্ধ দড়িকে দাঁত দিয়ে কেটে খুটি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হল। যেইমাত্র নিজেকে মুক্ত করতে পারল, কুকুরটি ক্ষিপ্রগতিতে

চোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উপর্যুপরি কামড় দিয়ে চোরকে মূর্মুর্ষ করে সিঁড়ির তলায় ফেলে দিল। পুরো রাত্রি কুকুরটি মূর্মুর্ষ চোর এবং চুরির জিনিষকে উপর পাহারা দিয়ে রাখল। সকালবেলা জমিদারমহাশয় ঘুম থেকে উঠে দরজা খোলে সিঁড়ি দিয়ে নামলে মূর্মুর্ষ চোর, চুরির বস্তু এবং পাহারারত কুকুরকে দেখতে পেলেন। দেখে জমিদার মহাশয়ের চোখ কপালে উঠে গেল। আশংকা এবং আনন্দ উভয় অনুভুতি তাঁর মনে জাগল। ভাবলেন, যদি না গতকাল কুকুরটিকে বন্ধকে না রাখতেন, তাহলে আজ তাঁর কত বড় ক্ষতি হয়ে যেত ! মনে খুশী জাগল — এই কুকুরটির জন্য তাঁর ধন-ঐশ্বর্য্য চুরি হওয়া থেকে রক্ষা পেলো। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ জমিদার মহাশয় এক সহস্র মুদ্রা পোটলায় বেঁধে একটা চিঠিসহ কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে নিজ মালিকের কাছে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। একসহস্র ধাতুমুদ্রা বেশ ভারী। তাই কুকুরটি হেলিয়ে ঢুলিয়ে যাত্রা সম্পন্ন করে নিজমালিকের বাড়ীর উঠানে পৌছল। দূর থেকে কুকুরের গলায় মুদ্রার পোটলা দেখে মালিকজন ভাবলেন, 'দেখো, এই কুকুরের কাণ্ড ! পরশুই তাকে আমি জমিদারের কাছে বন্ধক রেখে এলাম আর আজ সে চুরি করে ফিরে আসল।' রাগে হাতের নাগালে পাওয়া লাঠি উঠিয়ে কুকুরের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। তাতে কুকুরটি উঠানে পড়ে মারা গেলে মালিকজন, দেখতে পান যে, গলায় একটা চিঠিও বাঁধা আছে। খুলে পড়লেন - চিঠিতে লেখা আছে, 'হে বন্ধু। তোমার অনুগত কুকুরের জন্য আমার জমিদারী ধন সম্পদ চুরি থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রতিশ্রুত বন্ধক টাকা আমাকে দিতে লাগবে না। আমার তরফ থেকে এক সহস্র বৌপ্য মুদ্রা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পাঠালাম। এটা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করবে। ধন্যবাদ।' পড়ার শেষে মালিকজন নিজ অনুগত কুকুরের মৃত্যুর জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হলেন। এই পরিতাপের অনুরূপ তোমরাও একদিন আমাকে হত্যা করার জন্য খুব অনুতপ্ত হবে। তড়িঘড়িতে রাজাদেশ পালনের জন্য আফশোষ করবে।"

কালিদে মহাশয়ের উপরোক্ত কথন এবার তৃতীয় জল্লাদজনের মন ছুঁয়ে গেল। অগ্রনী দুজনের সঙ্গে তার মনোভাব মিলল। কিন্তু চতুর্থজন এখনও রাজনির্দেশ পালনে অবিচল। নিরূপায় কালিদে শেষ গল্প শুনার জন্য সবাইকে আবেদন করলেন। তিনি বলতে শুরু করেন- "এক রাজার এক পালিত তোতা পাখী ছিল। মিষ্টি কথার চাটুকারিতায় রাজার মনে আমোদ জাগাত। একদিন তোতাপাখীটি রাজার কাছে আব্দার করল — তোতার বেরাদ্রীসকল হিমালয়স্থিত অরন্যে ফলিত অমৃতসম আম্রফল "সারামেজু" খেতে সামূহিক বাৎসরিক যাত্রায় যাবে। সেও তাদের সঙ্গে যেতে চায়। রাজা যেন তাকে সাতদিন সাতরাত্রি মুক্তি দেয়। সাতদিন না পারলে দুদিন, তাও না হলে পাঁচ, তাও না হলে চার— এইভাবে আব্দার করতে করতে রাজা একদিন একরাত্রির অনুমতি দিতে রাজী হলেন। নির্দিষ্ট দিনে পাখীটি ভোরসকালে ঈর্ষদেবতাকে পূজা করে উত্তর

দিশায় অবিরামভাবে উড়তে উড়তে মধ্যাহ্নের প্রাক্‌ভাগে হিমালস্থিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছল। আম্রকুঞ্জে পেট ভরে স্বদেশবাসী তোতাদের সঙ্গে মিলে ফলভোজন করল। ভোজনশেষে সবাইকে বিদায় জানিয়ে একটি ফল সঙ্গে করে সে স্বদেশ পাড়ি দিল। গভীর রাত্রিতে যাত্রার বাধাহেতু তিন-চতুর্থাংশ পথদূরত্ব অতিক্রম করার পর নিজদেশের সীমানাস্থিত এক অরণ্যে বিশ্রাম নিতে স্থির করল যাতে সকালবেলায় রাজসভা বসার আগে রাজার কাছে সে পৌঁছতে পারে। এক গাছের ডালস্থিত প্রকোষ্ঠে আম্রফলটিকে রেখে ডালের অগ্রভাগে শুতে চলে গেল। ফলের সুগন্ধিগ্রাণ অরণ্যের চারিভাগে ছড়িয়ে পড়ে। পার্শ্বস্থিত এক বিষধর নাগ এই সুঘ্রাণ লাভ করে। গাছের উপরে উঠে নাগ তার জিহ্বা দিয়ে চেটে ফলের রস চুষে নিচে নেমে গেল। ক্লান্ত তোতা পাখী তা টের পেল না। ভোরসকালে ফলটিকে নিয়ে সে রাজপ্রাসাদের দিকে উড়তে শুরু করল। রাজসভা বসার আগেই রাজার কক্ষের বাইরে তোতা পাখী তার আগমনী বার্তা দিল। বাইরে এসে রাজা দেখেন তার অনুগত পাখী এক অচেনা ফল নিয়ে এসেছে। যেহেতু অপরিক্ষিত বস্তু রাজা খান না, সেহেতু এক বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধা দাসীকে ফলটি দিয়ে দিলেন। ফলটি খাবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। রাজা ভাবলেন তোতাপখী তাঁকে মারতে বিষফলটি এনেছিল। ক্রোধান্বিত রাজা তাঁর চাবুক মারলে পাখিটির মৃত্যু হল। ফলের বীজটিকে রাজপ্রাসাদের বাগানে এক কোনে লাগানো হল পরবর্তী পরীক্ষার জন্য। বীজ থেকে গাছ গজালো, ধীরে ধীরে গাছ বড় হয়ে ফুল ফুটালো এবং ক্রমে তাতে ফলও ধরল। সুগন্ধ ফল, কিন্তু বিষের ভয়ে কোন কেউ তা খেত না। একদিন রাজবাড়ী সীমানার বাইরে এক বস্তিতে বাসরত দুই বুড়ো পতি-পত্নীর মধ্যে তুমূল ঝগড়া লাগল সাংসারিক এক ছোট্ট বিষয়ের উপর। অভিমানী বৃদ্ধা পত্নী বললেন, 'এই বয়সেও তোমার মতিভ্রম রয়ে গেল। আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছ। এভাবে বেচে থাকার চাইতে মহারাজের বাগানের বিষফল খেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।' এই বলে বুড়ী রাজবাগানে ঢুকে এক "সারামেজু" আম্রফল পেড়ে খেয়ে ফেলল। এ কি? ফল খাওয়ামাত্র বুড়ীটি পনের বছর বয়সীয় যুবতীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে বুড়া পতি হন হন করে রাজবাগানে পৌছল। যুবতীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ দিদিমা, তুমি কি তোমার বুড়ীদিদিকে এদিকে আসতে দেখেছ?' যুবতী হেসে বলল, 'আরে বুড়ো হাঁস, আমিই তোমার বুড়ী। আমার মত তুমিও এই 'সারামেজু' আম্রফল খাও, আর দেখ তোমার কি হয়।' বুড়া বললেন, 'এটা তো বিষফল !' পতির কুণ্ঠাবোধ দেখে পত্নী একটা ফল গাছ থেকে পেড়ে হাতে তুলে দিলেন। পূর্বঘটনার অনুরূপ খাওয়ার পর বুড়া এক যুবাপুরুষে রূপান্তরিত হলো। এসময় কিছু লোক সেখানে জমা হয়েছিল। তারা রাজাকে সমস্ত ঘটনাক্রম নিবেদন করল। তা শুনে রাজার বিশ্বাস হলো না। কারণ তোতাপাখীর আনা ফলটি খেয়েই তো এক বৃদ্ধা দাসীর মৃত্যু হয়েছিল। তবে প্রজারা যখন বলছে, তিনি

ভাবলেন একবার পরীক্ষা করে নেওয়া সমীচিন হবে। কয়েকটা ফল বাগান থেকে আনার জন্য আদেশ দেওয়া হলো। রাজার সন্মুখে কয়েকজন আশীর উর্দ্ধবয়সী লোকদের খাওয়ানো হল। চমৎকার ! তারা সবাই তরুন যুবক-যুবতীতে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই ঘটনাক্রম দেখে রাজার হৃদয় প্রিয় তোতা পাখীর জন্য আকূল হয়ে উঠল। তড়িঘড়িতে সত্যতা যাচাই না করে তিনি তাকে মেরেছিলেন। তার জন্য রাজার অনেক পরিতাপ হলো। হে জল্লাদ ! এই রাজার মতো তোমরাও আমাকে হত্যা করার জন্য ভবিষ্যতে একদিন বহু অনুতপ্ত হবে। তাই রাজার আদেশকে চরম বিবেচিত সিদ্ধান্ত বলে মনে করো না। আমাকে বধ করো না।"

"সারামেজু" অমৃতফলের কাহিনী শুনার পরিশেষে চতুর্থ জল্লাদজনের মন পরিবর্তন হলো। সত্যিই তো, রাজার আদেশ যে চরম বিবেচিত সিদ্ধান্ত হবে তা তো ধ্রুবসত্য নয়। গুরু কালিদে নিরপরাধও তো হতে পারে। চার জল্লাদ শলাপরামর্শ করল, এখন কি করা যায় ? রাজাদেশ পালন না করার শাস্তি চরম। তবু তাদের মন চাইল গুরু কালিদেকে বিশ্বাস করতে। তাই একটি কুকুরকে কেটে এক পাত্রে রক্ত ভরে রাজাদেশ পালনের প্রমাণ সৈন্যদের কাছে নিবেদন করল। রাজ্যে গুরু কালিদের মৃত্যুদণ্ড সম্পন্ন করা হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুবৎসর পর মহারাণী এক রাজপুত্র জন্ম দিলেন। সময়ের জোয়ারে রাজপুত্র বড় হয়ে যুবরাজ হলেন। একদিন যুবরাজ শিকারে গিয়ে গহীন অরণ্যে রাস্তা হারিয়ে যান। সারাদিন হন্যে হন্যে ঘুরে অন্ধকার হলে নিরুপায়বশতঃ রাত্রিযাপনের জন্য একটি গাছে চড়লেন। কিছুক্ষণ পরে এক ভালুকও সেই গাছে চড়ল। উপর থেকে যুবরাজ ভালুকটিকে দেখে বললেন, "এই ভালুক। এখানে তুমি উঠো না।" জবাবে ভালুক বলল, "হে রাজকুমার। আমি আপনার মিত্র। বাঘের ভয়ে আমাকে গাছের উপর রাত্রিযাপন করতে হয়। হয়ত একটু পরেই সে এখানে এসে যাবে।" এই বলে গাছের নীচু ডালে ভালুকটি উঠে বসল। রাজকুমারকে বলল, "মিত্র যুৱরাজ। আপনি প্রথম দুপ্রহর নিদ্রা নিন, আমি প্রহরা দেব। পরৱর্তী দুপ্রহর আমি ঘুমোব, আর আপনি প্রহরা দেবেন।" কিছুক্ষণ পরে যুৱরাজ ঘুমিয়ে পড়লেন আর ঝাড়ের ভিতর থেকে সড় সড় করে বাঘের আবির্ভাব হল। উপরের দিকে চেয়ে বাঘটি বলল, "দেখ, ভালুক আর মানুষের মাঝে কি সখাপ্রীতি ! হে ভালুক, মানুষটিকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দাও। আমি কামড়ে খেয়ে নেব।" ভালুক উত্তর দিল, "না, তিনি আমার মিত্র।" এই কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।" বাঘ বলল, "উহ ! এই মানুষটি তোমার বন্ধু ? তাহলে শুন, তোমাকে মানুষের কাণ্ডকীর্তি শুনাই।

এককালে এক মানুষ কোন এক গন্তব্যস্থানে যাত্রা করছিল। জঙ্গলের রাস্তায় কোলাহল শুনে এগিয়ে যেতেই সে দেখতে পায় যে, প্রায় আট-নয় হাত গভীর গর্তে এক মানুষ, এক সাপ, এক বান্দর এবং এক বাঘ পড়ে গিয়ে আর উপরে উঠতে পারছে না। একে এক চীৎকার করে

তাকেই আগে তুলতে বলছিল। মানুষ নিজ প্রজাতির তো, তাই পথযাত্রী প্রথমে মানুষটিকেই হাত বাড়িয়ে ধরে গর্ত থেকে উঠাল। যেইমাত্র উপরে উঠতে পারল, মানুষটি নিজের পথ ধরতে শুরু করল। বেশ কিছু দূর এগুবার পরেই পেছন ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'বন্ধু। আমার বাড়ী বারানসী নগরের মাঝামাঝি। বারানসীতে আসলে আমার ঘরের আতিথ্য গ্রহণ করিও।' এই বলে লোকটি অন্তর্ধান হয়ে গেল। তারপর পথযাত্রী মানুষটি বাঘের উঠার ব্যবস্থা করল। উপর উঠে বাঘটি বলল, 'বন্ধু। আমার তো ঘরদুয়ার কিছু নেই। আমি বারানসী নগরপ্রান্তের দক্ষিণে এক গুহায় বাস করি। কোনসময় আমার গুহায় বেড়াতে আসবে।' বান্দরের পালা আসলে সে বলল, "বন্ধু। আমি বারানসী নগরের উত্তর প্রান্তে এক অশ্বত্থ গাছে থাকি। সেখানে বেড়াতে আসবে।' সবার শেষে সাপটিকে উঠানো হল। কৃতজ্ঞচিত্তে সাপ লোকটিকে বলল, 'বন্ধু। আমি এক অভাগা, হাত-পা নেই, বুক দিয়ে হাঁটি। কিন্তু তুমি যখনই বিপদে পড়, আমাকে মনে মনে ডাকিও। আমি তোমার সাহায্য করতে ছুটে আসব।' এই বলে সাপটি প্রস্থান করলে পথযাত্রী লোকটিও নিজের পথ ধরে নিল। গন্তব্য জায়গায় কিছুদিন পরিভ্রমণ করে লোকটি স্বস্থানে ফেরার প্রস্তুতি নিল। তখন তার মনে পড়ল আগমন কালে দেখা চার বন্ধুর কথা। ভাবল যে, বারানসী নগরে কিছুদিন থাকা হোক। তদনুযায়ী বারানসী নগরে উত্তর প্রান্তে এক ছায়াদায়ী অশ্বত্থ গাছের তলায় পৌছে সে ডাক দিল, 'হে কপিবন্ধু। তুমি কোথায় আছ?' ডাক শেষ হওয়ামাত্র বাঁদর গাছের আড়াল থেকে উৎফুল্লের আওয়াজ করে ছুটে আসল অতিথিবন্ধুর কাছে। গাছের ডালপালা ভেঙ্গে গাছতলায় তাল করে বিছানাসম ব্যবস্থা করে অতিথি বন্ধুকে বসাল। কাছধার থেকে ফলমূল তুলে এনে বন্ধুকে খাইয়ে মিনতি করল এক রাত্রির আতিথ্যের জন্য। সকালে উঠে লোকটি ভাবল, এবার বন্ধু বাঘের খোঁজ নেওয়া যাক। কপিবন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবার লোকটি নগরসীমার দক্ষিণপ্রান্তে অরণ্য পাদদেশে উপস্থিত হল। জোর আওয়াজে বলল, 'হে বন্ধু বাঘ। আমি এসেছি।' ঝাড়ের আড়াল থেকে গর গর করে বাঘ লোকটির কাছে এসে আপ্যায়ন করে নিজ গুহার ভিতরে নিয়ে গেল। গাছের ডালপালা আর খড় দিয়ে অথিতির জন্য বিছানা পাতা হল। পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। বাঘের অনুরোধে লোকটি কিছুদিন গুহায় আতিথ্যসেবা গ্রহণ করল। বিদায়বেলা আসলে বাঘ অতিথিবন্ধুকে বলল, 'বারানসীর রাজকুমার শিকারকালে আমার দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। তাঁর পরিহিত এক জোড়া সোনার বালা তুমি উপহারস্বরূপ নিয়ে যেও।' বাঘের আতিথ্যকে সাধুবাদ জানিয়ে লোকটি তাকে বিদায় জানিয়ে নগরের অভিমুখে রওনা দিল। নগরের কেন্দ্রীয় এলাকায় খোঁজ নিয়ে 'মানুষ' বন্ধুর আবাসের সন্ধান পেল। কুশলতা বিনিময়ের পর আগন্তুক লোকটি বারানসীবাসী গৃহকর্তাকে বাঁদর এবং বাঘ বন্ধুদের গল্প শুনাল। তারপর সোনার বালাজোড়ার কোন খদ্দের পাওয়া যাবে কি না তা

জানতে চাইল। বারানসীবাসী গৃহর্কতা বালাজোড়া তাকে দিতে বলল। আর প্রবাসী বন্ধুকে খরিদ্দার নিয়ে তার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ঘরে বসে থাকতে বলে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে এসে সে সোজা রাজপ্রসাদে চলে গেল। রাজাকে বলল, 'রাজকুমারের হত্যাকারী তার আবাসে রয়েছে।' প্রমাণস্বরূপ সোনার বালাজোড়া রাজাকে দেখিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজসৈন্য প্রদত্ত ঠিকানাস্থিত বাসভবনে চড়াও হয়ে প্রবাসী লোকটিকে তার বন্ধুর ফেরার আগেই রাজপ্রসাদে নিয়ে গেল। লোকটিকে রাজকুমারের হত্যার দায়ে মারধর করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। শারীরিক নির্য্যাতনে সে মূর্ছায় বইল দিনভর। রাত্রিবেলায় ঠাণ্ডা হওয়ার পর জ্ঞান ফিরলে লোকটি বাঁদর এবং বাঘের সত্যিকার বন্ধুত্বের মধুরতা স্মৃতিচারণ করতে লাগল। পাশাপাশি মানুষের কপট বন্ধুত্বের তিক্ততা দুটো পায়ে অসহ্য ব্যথার মাধ্যমে অনুভব করছিল। বোধ করছিল, মানুষের দেওয়া আঘাত তাকে যেন খোঁড়া করে দেবে। এই অবস্থায় লোকটির মনে পড়ল চতুর্থ বন্ধু সাপের কথা। মনে মনে বন্ধুকে আহ্বান করল। প্রতিশ্রুতিমতে সাপ কিছুক্ষণ পরে কারাগারের প্রকোষ্ঠে হাজির হল। সমস্ত ঘটনা শুনার পর সে লোকটিকে বলল, 'বন্ধু তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি এখনি গিয়ে রাজকুমারীকে কাটব। সকালবেলা রাজকুমারীর মৃত্যুর খবর রটলে তুমি বলবে, আমি দেখলে ভাল হয়ে যাবে— আমি দেখলে, মৃত ভাল হয়ে যাবে। ঔষধীয় ব্যৱস্থার জন্য রাজকর্মচারীগণ কি কি জিনিষ লাগবে জিজ্ঞাসা করলে বলবে- এক গামলা গরম জল, এক গামলা দুধ আর সাত পাক কাপড়ের ঘেরায় মৃতদেহটিকে রাখতে হবে। সেই কামরায় কাউকে আসতে দিতে পারবে না। এই ব্যবস্থাগুলি না করলে মৃতকে বাঁচানো যাবে না।' ঠিক সকাল হতেই রাজপ্রাসাদে সবাইকে বলাবলি করতে শুনা গেল যে, রাজকুমারী সর্পদংশনে মারা গেছে। কারাগারের জানালার ধার দিয়ে রাস্তা ধরে বহু প্রজা রাজপ্রাসাদে মৃত রাজকুমারীকে দেখতে আসল। লোকজনদের দেখলেই বন্দী মানুষটি আওয়াজ করত, 'আমি দেখলে, মৃত সজীব হয়ে উঠবে। আমি দেখলে, মৃত ভাল হবে।' ভীড় থেকে কেউ বলল, 'হ্যাঁ, তুমি দেখলে ভাল হবে? এই রাজকুমারী আজ বেচে থাকলে আজই তোমার মৃত্যুদণ্ড সম্পন্ন হয়ে যেত রাজকুমারকে হত্যার দায়ে।' তবু এইসব মন্তব্যের দিকে মন না দিয়ে দর্শনার্থী প্রজাদের দেখলেই বন্দী মানুষটি সাপের দেওয়া উপরোক্ত মন্ত্র জপ করতে থাকল। শেষদিকে এক বুড়া-বুড়ী কারাগারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বুড়া বুড়ীকে বলে, 'আমরা রাজকুমারীর জন্য কিইবা করতে পারব?' সেই মূহুর্তে কারাগারের ভিতর থেকে বন্দীলোকটির মন্ত্রজপ বুড়ীর কানে ঢুকল। বুড়ার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'ওগো, শুনতে পাচ্ছ? লোকটি কি বলছে? আমি দেখলে, মৃত ভাল হয়ে উঠবে।' বুড়া থমকে দাঁড়াল আর ওত পেতে জানালার ধারে গিয়ে কান পাতল। হ্যাঁ, সত্যিই ভিতর থেকে কেউ বলছে, ' আমি দেখলে মৃত ভাল হয়ে উঠবে।' সংকটের এই মুহূর্তে এটা দেববাণীও হতে পারে, এই

ভেবে বুড়া-বুড়ী রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজাকে সবিশেষ জানাতে সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজা শুনে বন্দীলোকটিকে তাঁর সমক্ষে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন। বন্দীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যিই তুমি রাজকুমারীকে সজীব করতে পারবে?' জবাবে বন্দী দৃঢ়ভাবে বলল, 'হ্যাঁ মহারাজ, দরকারী ব্যবস্থা করে দিলে আমি রাজকুমারীকে সজীব করতে পারব।' কথা অনুযায়ী এক কামরায় সাত পাক পর্দাঘেরায় এক বিছানার উপর রাজকুমারীর মৃতদেহটিকে রাখা হল। পাশে এক গামলা গরম জল, এক গামলা দুধ আর বন্দীলোকটির জন্য একটি আসন রাখা হল। বন্দী একাকী কামরায় ঢুকে সাপবন্ধুকে আহ্বান করল। কিছুক্ষণ পরে ঠিকই সাপটি সেখানে হাজির হল। দুধ গামলায় জিহ্বা চেটে রাজকুমারীর দেহ থেকে সর্পবিষ শোষণ করে গরম জলের গামলায় সেই বিষকে বমি করে ফেলতে শুরু করল। এইভাবে রাজকুমারীর দেহ থেকে সমস্ত বিষ বের করে নেওয়ার পর সাপটি তার বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল।' রাজকুমারী একটু নড়াচড়া এবং বিড় বিড় করতে আরম্ভ করলেন। বাইরে খবর এল যে, বন্দী কবিরাজ রাজকুমারীকে বাঁচিয়ে তুলেছে। প্রজা, রাজা, সৈন্য, সেনাপতি সবাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গেল। রাজা বন্দীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো, তুমি কি চাও?" উত্তরে বন্দী বলল, 'হে মহারাজ। আমি আপনার পুত্রকে হত্যা করিনি।' তার পর সমস্ত ঘটনাক্রম আর তার মানুষ বন্ধুর কপটতা ব্যাখ্যান করে বলল, 'মহারাজ! ঐ সোনার বালা আমার বন্ধু বাঘের দেওয়া এক উপহার। আমাকে তা দিয়ে বিদায় দিন।' রাজা অত্যন্ত সুখী হয়ে বন্দীকে দোষমুক্ত করে রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। হে ভালুক ! তুমি দেখলে মানুষের কিরকম কপটতা? মানুষ হয়ে আর একজন মানুষকে তারা ক্ষতি করতে দ্বিধাবোধ করে না। তোমার এই বন্ধুর তীরধনুক এবং তলোবারকে ভাল করে দেখেছ? কাল সকালে উঠলেই রাজকুমার তোমাকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না। অতএব তুমি আমার কথা মান। রাজকুমারকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দাও। আমি তাকে ভক্ষণ করে উদরপূর্তি করি।" বাঘের এতসব বলার পরেও ভালুক বন্ধুত্বের বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইল না। রাত্রি দুপ্রহর উপরান্তে রাজকুমার জাগলেন আর ভালুকটিকে নিদ্রা নিতে বললেন। ভালুকটি রাজকুমারকে বলল, "বন্ধুবর। বাঘ এসে আপনাকে কাহিনীর ছল দিয়ে বশ করার চেষ্টা করতে পারে। দেখবেন, আপনি তার কথায় গলে যাবেন না।" তবু ভালুকটি মনে মনে মানুষকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না ভেবে গাছের একটি ডালকে বগলে চেপে ঘুমোতে গেল। যেই ভালুক ঘুমিয়ে পড়ে, ঝাড় থেকে বাঘটি সড় সড় করে বেরিয়ে গাছের তলায় প্রকাশ হলো। উপরের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করল, "দেখ, ভালুক আর মানুষের মাঝে কি সখাপ্রীতি ! হে রাজকুমার, এই ভালুকটি আমার ভয়ে গাছের উপরে উঠে রাত্রিযাপন করে। তাকে পায়ের লাঠি মেরে নিচে ফেলে দিন। আমি তাকে ভক্ষণ করে উদর পূর্তি করি। "না", রাজকুমার

বললেন, "তা অসম্ভব। ভালুক আমার মিত্র।" বাঘ ব্যঙ্গ করল, "মিত্র? সে আপনার মিত্র ! তাহলে শুনুন— একদা চার বন্ধু পূর্বদেশপ্রান্তে তন্ত্রবিদ্যা শিখে ঘরে ফিরছিল। পরিশ্রান্ত হয়ে তারা একস্থানে বিশ্রাম নেওয়ার উপক্রম করতেই সেখানে কিছু হাড়ের জড়ো দেখতে পেল। একজন বলল, কেন না গুরুমহাশয় থেকে শেখা তন্ত্রবিদ্যা এই হাড়গুলির উপর প্রয়োগ করে মন্ত্রশক্তির সত্যতা জাঁচাই করা হোক? সবাই এই মতে সার দিল। একজন মন্ত্রপাঠ করতে আরম্ভ করল। তার মন্ত্রপাঠ শেষ হলে দেখা গেল যে হাড়গুলি জোড় লেগেছে। সে বলল, হ্যাঁ আমার শেখা মন্ত্রবিদ্যা ফলপ্রসূ হয়েছে। দ্বিতীয়জন মন্ত্রপাঠ শেষ করার পর দেখা গেল যে হাড়-কঙ্কালের উপর মাংস জমেছে। সে নিজের তন্ত্রবিদ্যার কার্য্যকারী ক্ষমতা বুঝতে পারল। তারপর তৃতীয় বন্ধুর পালা পড়ল। তার মন্ত্রপাঠে দেখা গেল যে মাংসের উপর লোম গজেছে। সবার সামনে এক ভালুকের মৃতদেহ প্রতীয়মান হল। চতুর্থ বন্ধু মন্ত্রপাঠ করলে সেই ভালুকের প্রাণ ফিরে আসা নিশ্চিত ছিল। সে ভাবল, জীবন প্রাপ্তির পর ভালুকটি কি তাদের ভয়ে পালিয়ে যাবে? না সে তাদেরই আক্রমণ করে খেয়ে ফেলবে? কিন্তু যদি মন্ত্রপাঠ না করে, তাহলে তাকে বাকী বন্ধুরা উপহাস করবে। যা হয় হোক, এই ভেবে চতুর্থ বন্ধু তার তন্ত্রবিদ্যার মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করল। মন্ত্রপাঠ শেষে সত্যি সত্যিই মৃত ভালুকটি জেগে উঠল। সম্মুখে উপস্থিত মনুষ্য চারজনকে কামড়ে খেয়ে ফেলল। হে রাজকুমার ! ভালুকের কাণ্ড দেখতে পেলেন? হাড়ের জড়োকে দেহ বানিয়ে মনুষ্য চারজন প্রাণদান করল। প্রাণ ফিরে পেয়ে তার উচিত ছিল সেই স্থান থেকে প্রস্থান করা। উল্টো যারা জীবন দান দিল তাদেরই খেয়ে ফেলল। এই ভালুকটির নখ দেখেছেন কত লম্বা ! ঠোঁট দেখেছেন কত লালসাপূর্ণ আর লোম দেখেছেন কত ভয়ানক ! ভোরের ক্ষীণ আলোয় রাজকুমার বন্ধু ভালুকের অবয়ব দেখে ভাবল, বাঘের কথার সত্যতা তো আছে। নীচে থেকে বাঘ বলল, "রাজকুমার। কি ভাবছেন? ভালুকটিকে পদলাথি মেরে গাছ থেকে ফেলে দিন।" কিছুক্ষণ হ্যাঁ আর না ভাবার পর রাজকুমার ভালুকের উপর পায়ের লাথি মারলেন। দেহের নীচভাগ গাছের ডাল থেকে পড়লেও হাতের বগলে চেপে রাখা ডালে ভালুকটি ঝুলে থাকল। পুনরায় ডালের উপর চড়ে ভালুকটি বলল, "রাজকুমারকে এত করে বললাম বাঘের চাতুরতার কথা ! তথাপি বন্ধুত্বের মতো বিশ্বাসতন্ত্রে লালনপালনে, মনুষ্য হয়েও ব্যর্থ হলেন?" এই বলে ভালুকটি রাজকুমারের গালে দুই চড় মারল। তাতে রাজকুমার অতর্কিত স্নায়ু-পরিবর্তন ফলস্বরূপ বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। সকাল হলে ভালুক ধীরে ধীরে রাজকুমারকে গাছ থেকে নামিয়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে টেনে টেনে লোকালয়ের কাছে ছেড়ে চলে যায়।

রাজ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ল রাজা বড়িসদাব পুত্র শিকারে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে বোবা হয়েছে। রাজদরবারে সেনাপতি রাজার কাছে আক্ষেপ করলেন, 'রাজগুরু কালিদে থাকলে তিনি

রাজকুমারকে উপচার করতে পারতেন ! কিন্তু কি করা, রাজগুরু কালিদের যে মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে। তবে একটা উপায় আছে।' সেনাপতি বললেন, "মহারাজ, রাজগুরু কালিদে আমার মেয়েকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে গেছেন। সেই মন্ত্রবলে রাজকুমার হয়ত তাঁর বচনশক্তি ফিরে পেতে পারেন।" রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রপ্রয়োগ করতে বললেন। সেনাপতি বললেন, আমার মেয়ে অতি লাজুক। আমার কক্ষ থেকে আপনার প্রাসাদ অব্দি কাপড়ের পর্দা দিয়ে আগমন পথ তৈরী করতে হবে। রাজার আদেশে সব ব্যবস্থা করা হল। প্রকৃতার্থে মধ্যরাত্রিতে সেই পর্দাবৃত্ত পথ দিয়ে রাজগুরু কালিদে নিজেই আসলেন। শিকারযাত্রায় গাছের উপর রাত্রিযাপন কালে বাঘ এবং ভালুকের সঙ্গে ঘটিত সমস্ত ঘটনাক্রম রাজগুরু কালিদে রাজকুমারকে শুনাতে আরম্ভ করলেন। ভালুকের সতর্কবাণী এবং বাঘের চাতুর্য্যপূর্ণ কাহিনী বর্ণন — সবকিছু পুঙ্খানোপুঙ্খভাবে বললেন। পরিশেষে রাজগুরু কালিদে বলেন, "হে রাজকুমার ! বন্ধুত্বের মতো বিশ্বাসকে ধরে রাখতে পারেন নি বলে ভালুক আপনার দুই গালে চড় মেরেছিল, এটা সত্যি কি?" হঠাৎ রাজকুমার বলে উঠল, " হ্যাঁ ... হ্যাঁ... হ্যাঁ।" পর্দাবৃত্ত কক্ষের বাইরে অপেক্ষারত সবার কানে এই আওয়াজ পৌঁছল। রাজার কানেও রাজগুরু কালিদের বার্তালাপ প্রস্ফুটিত হলো। কক্ষে প্রবেশ করলে রাজা সন্মুখে রাজগুরু কালিদে-কে দেখতে পেলেন। "মহারাজ ! রাজকুমার কিভাবে শিকার যাত্রায় বাঘ এবং ভালুকের সংস্পর্শে বাকরুদ্ধ হয়েছেন তা তো আমি সাক্ষাতে দেখিনি। বিধানশক্তিবলে ঘটনাবলী আমার মানসদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়েছে। তদ্রুপ মহারাণীর নাভির নিচে তিলচিহ্ন বিধানশক্তিবলে আমার মানসদৃষ্টিতে প্রতীত হয়েছিল। মহারাজ আমাকে ভুল বুঝে নির্বিবেচনায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। জল্লাদ চারজনকে চারটি কাহিনী শুনিয়ে আমি তাদের মৈত্রীভাব অর্জন করেছি। তাদের বুঝাতে পেরেছি যে, তড়িঘড়িতে বিবেচনা না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃখদায়ক হয়। অবিবেচিত কৃতকর্মজনিত দুঃখ চিরজীবন বিবেককে খোঁচা দেয়। আজ আমি মৃত হলে রাজকুমারের উপচার অসম্ভব হতে পারত!" মহারাজ বড়িসদা তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য ক্ষতি অনুভব করতে পারলেন। সেকালের রাজারা মাথায় লম্বা চুল রাখতেন। মহারাজ বড়িসদা নিজ কেশের অগ্রভাগ দিয়ে রাজগুরু কালিদের পদযুগলকে ছুঁয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। রাজ্যে সুবিবেচনার দ্বারা সুশাসন হতে লাগল।

***